87

দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 AUG 1996
পৃঃ ১ কলাম ৫

পুলিশের প্রতি গুলিবর্ষণের দায়ে ছাত্রদল সভাপতির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ভার্সিটি পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্কে সংসদ থেকে বিরোধীদলের ওয়াক আউট

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল বুধবারও জাতীয় সংসদে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং এ বিষয়ে আলোচনা করতে সুযোগ না দেবার প্রতিবাদে বিএনপি এবং পরে জামায়াতে ইসলামী সদস্যরা ওয়াকআউট করেন। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম এ সম্পর্কে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন, সমঝোতা হওয়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে বাইরের কোন উস্কানি রয়েছে বলে মনে হয়। কোন অশুভ ইঙ্গিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, যে কোন পরিস্থিতি নির্ভয়ে মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত।

গতকাল বিকাল ৩-৪২ মিনিটে অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই বিএনপির কে এম ওবায়দুর রহমান উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনা অনুষ্ঠানের দাবী জানান। তিনি বলেন, বিএনপির সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিদিনই বিভিন্ন বিধিতে নোটিশ দিচ্ছেন। কিন্তু সেগুলি সংসদে উঠছে না। জনাব ওবায়দুর রহমান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা হল দখল করছে। তারা ছাত্রদলের কর্মীদের ওপর গুলিগোলা করছে। পুলিশও তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছাত্রদলের ছেলেদের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার

(৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্কে সংসদ থেকে বিরোধীদলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চলাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রদলের সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানিসহ ছাত্রদলের অসংখ্য কর্মী তাদের হামলায় আহত হয়েছে। দখল করা হল থেকে ছাত্রদলের ছেলেদের মারধর করে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের মালামাল লুট করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে এসে তিনি বিষয়টি আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়েছেন বলে জানান। তিনি সংসদ মুলতবী করে অবিলম্বে এ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদ তাকে জানান, বেলা একটার পরে তার নোটিশটি পাওয়া গেছে। এত দেরিতে পাওয়া নোটিশ তিনি পরে বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

এই পর্যায়ে ডাক ও তার যোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ফ্লোর নিয়ে বলেন, ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল দখল করে রেখেছে। নিরীহ ছাত্রদের রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চায়। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ধরা পড়ছে তাদের সবার কাছে অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে।

এরপর বিরোধীদলের উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী উঠে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিকে ভয়াবহ উল্লেখ করে সংসদ এক ঘন্টার জন্য মুলতবী করে আহতদের দেখে আসার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানে রক্তগঙ্গা বয়ে চলেছে। বাইরে যখন এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে তখন আমরা সংসদে আইন প্রণয়নের জন্য বসে থাকতে পারি না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এই সময় ফ্লোর নিয়ে সংসদ উপনেতা স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা তো শুনেছি ছাত্রদলের ছেলেরাই অস্ত্র নিয়ে তান্ডব চালাচ্ছে। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছু বলবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গতকালের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, গতকাল মধুর ক্যান্টিন এলাকায় ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা ছাত্রলীগের সেলিমকে ধরে মারধর করে এবং আটকে রাখে। পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে টার্গেট করে গুলি ছোড়া হয়। তাদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হতে থাকে। এই অবস্থায় তো পুলিশ কিছু না করে পারে না মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তবে পুলিশকে সংযম বজায় রাখতে বলেছি।

তিনি বলেন, কোন উস্কানি না পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পরিস্থিতি হবার কথা নয়। দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পরও কেন এমন পরিস্থিতি হল প্রশ্ন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কোন অশুভ ইঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি বলেন যে এ্যানির কথা বলা হচ্ছে সে নিজে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করছিল। পুলিশের প্রতি গুলি বর্ষণের দায়ে ছাত্রদল সভাপতি এই এ্যানীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও তিনি জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তির প্রতিবাদে বিএনপির সদস্যরা দাঁড়িয়ে পড়েন। এ বক্তব্য অসত্য বলে তারা দাবী করতে থাকেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যে কোন পরিস্থিতি নির্ভয়ে মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে বহিরাগতও রয়েছে।

তার বিবৃতির পর বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী উঠে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসত্য ও বানোয়াট বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদকে যেভাবে সত্য থেকে বঞ্চিত করলেন তা খুবই লজ্জাজনক। স্পীকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আমরা চেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু আপনি দিলেন না। সংসদ মুলতবী করলেন না। এর প্রতিবাদে তিনি প্রতীকী ওয়াকআউটের কথা ঘোষণা করেন।

বিকাল ৪-২৫ মিনিটে বিএনপির ওয়াকআউটের পর জাতীয় পার্টির এডভোকেট ফজলে রাব্বী বৈধতার প্রশ্নে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতি মুক্ত রাখার জন্য তাদের দলের নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আহ্বানের কথা উল্লেখ করেন।

তার পরে জামায়াতে ইসলামীর দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ফ্লোর নিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রিকায় আশংকাজনক খবর বেরিয়েছে। বহিরাগত অস্ত্রধারীরা হল দখল করেছে। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বিষয়ে তিনি এক ঘন্টার আলোচনার সুযোগ দেবার দাবী জানান।

ডেপুটি স্পীকার তাকে বলেন, বিধির বাইরে আমি পারি না। বিধি অনুযায়ী এভাবে আলোচনা হয় না।

এই পর্যায়ে মওলানা সাঈদী ওয়াকআউটের কথা ঘোষণা করেন এবং বিকাল ৪-৩৫ মিনিটে জামায়াতে ইসলামীর তিনজন সদস্য হাউস থেকে বেরিয়ে যান।

আসর নামাজের বিরতির পর জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা ফিরে আসেন। বিএনপি সদস্যরা আসেন মাগরেবের পর। এর আগে বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা তার কক্ষে পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলাপ মিলিত হন।